জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তি নির্দেশিকা

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২০২৪

ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট: (www.nu.ac.bd/admissions)

আবেদনের তারিখ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত

১। সাধারণ নির্দেশনা

ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমের অনলাইন প্রাথমিক আবেদন ২৭ জানুয়ারি বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজে (কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি) ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। এ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস ০১ **এপ্রিল** ২০২৬ তারিখ থেকে শুরু হবে।

খ) এ ভর্তি কার্যক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (পাস) নিয়মিত পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। এছাড়া আবেদনকারীর প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তিচ্ছু বিষয়ে সনাতন পদ্ধতিতে ৪০০ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম ৪০% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে পঠিত বিষয়ে ২৪ ক্রেডিটের মধ্যে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ পেতে হবে।

গ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (পাস) প্রাইভেট/সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে আবেদন করতে পারবে না। তবে এ সকল শিক্ষার্থী পরবর্তীতে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পাবে।

ঘ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চার বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় পাস ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে না। তবে এ সকল শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা জিপিএ ২.২৫ পেলে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ঙ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ১ম পর্ব/প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত/প্রাইভেট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ/অধ্যয়নরত অথবা অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থী ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে না। এ লক্ষ্যে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে আমি ভর্তি/অধ্যয়নরত নই। দ্বৈত ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো"- মর্মে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত একটি অঙ্গীকারনামা স্ক্যান করে অনলাইন আবেদনে আপলোড করতে হবে। উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে কোন শিক্ষার্থী দ্বৈত ভর্তি হলে তার উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ) প্রাথমিক আবেদন ফরমে আবেদনকারীর কোন তথ্য/ছবি অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে ঐ আবেদনকারীর ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

ছ) এই ভর্তি কার্যক্রমের যে কোন নিয়মাবলী/ধারা/উপধারা সংশোধন, সংযোজন, **বিয়োজন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।**

২। ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

ক্রমিক নং	ভর্তিচ্ছু বিষয়	কোর্সের মেয়াদকাল	আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা
ক)	**Preliminary to Master of Arts** **Subject:** **1) Bangla** **2) English** **3) Arabic** **4) Sanskrit** **5) Pali** **6) History** **7) Islamic History &Culture** **8) Islamic Studies** **9) Philosophy** **10) Library and Information Science**	১ বছর	১) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (পাস) নিয়মিত পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। এছাড়া আবেদনকারীর প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তিচ্ছু বিষয়ে স্নাতক (পাস) পর্যায়ে ৪০০ নম্বরের পঠিত বিষয় হিসাবে থাকতে হবে এবং তাতে ন্যূনতম ৪০% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে পঠিত বিষয়ে ২৪ ক্রেডিটের মধ্যে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ পেতে হবে। ২) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চার বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় পাস ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগামে আবেদন করতে পারবে না। তবে এ সকল শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা জিপিএ ২.২৫ পেলে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবে। ৩) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (পাস) প্রাইভেট/সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে আবেদন করতে পারবে না। তবে এ সকল শিক্ষার্থী ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পাবে।
খ)	**Preliminary to Master of Social Science** **Subject:** **11) Political Science** **12) Sociology** **13) Social Work** **14) Economics**		
গ)	**Preliminary to Master of Science** **Subject:** **15) Physics** **16) Chemistry** **17) Biochemistry and Molecular Science** **18) Botany** **19) Zoology** **20) Soil Science** **21) Statistics** **22) Mathematics** **23) Geography and Environment** **24) Psychology** **25) Home Economics**		
ঘ)	**Preliminary to Master of Business Studies** **Subject:** **26) Marketing** **27) Finance & Banking** **28) Accounting** **29) Management**		
ঙ)	**Preliminary to Master of Music (M.Mus)** **Subject:** **30) Folk Music** **31) Classical Music** **32) Nazrul Sangeet** **33) Rabindra Sangeet**	১ বছর	১। এ ভর্তি কার্যক্রমের অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন বছর মেয়াদী বি মিউজিক (পাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩। অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ ও করণীয়

ফরম পূরণের ধাপসমূহ	করণীয়
লগইন (Login)	আবেদনকারীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের **Masters Tab**-এ গিয়ে **Apply Now (Masters Preli.)** অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্য ছকে স্নাতক (পাস) পরীক্ষার রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পাসের সন, ব্যক্তিগত নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল এ্যাড্রেস সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। এছাড়া "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে আমি ভর্তি/অধ্যয়নরত নই। দ্বৈত ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো"- মর্মে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত একটি অঙ্গীকারনামা স্ক্যান করে অনলাইন আবেদনে আপলোড করতে হবে।
সঠিক লিঙ্গ (Gender) নির্ধারণ	এ পর্যায়ে আবেদনকারীর অনলাইনে সংরক্ষিত ডাটাবেজের তথ্য অনুযায়ী **Male/Female** প্রদর্শিত হবে। আবেদনকারীর তথ্য ছকে **Male** এর স্থলে **Female** বা **Female** এর স্থলে Male প্রদর্শিত হলে **Click to Change** অপশনে গিয়ে সঠিক **Gender** এন্ট্রি দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইচ্ছাকৃত অথবা **Gender** ত্রুটি কারণে কোন পুরুষ আবেদনকারী মহিলা কলেজে আবেদন করলে তার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
কলেজ ও বিষয় পছন্দক্রম নির্ধারণ	আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ ও জেলা নির্ধারণ করে যে কোন কলেজের নাম **Select** করলে সংশ্লিষ্ট কলেজে আবেদনকারীর ভর্তি যোগ্য **(Eligible)** বিষয়ের তালিকা ও আসন সংখ্যা দেখতে পাবে। উক্ত তালিকা থেকে আবেদনকারীকে সতর্কতার সঙ্গে তার প্রার্থিত বিষয়ের পছন্দক্রম নির্ধারণ করতে হবে। পরবর্তীতে এই পছন্দক্রম অনুসারে মেধারভিত্তিতে বিষয় বরাদ্দ দেয়া হবে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোটার আবেদন	মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/ভিন্নভাবে সক্ষম/পোষ্য কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক আবেদনকারীকে তথ্য ছকের নির্দিষ্ট স্থানে তার জন্য প্রযোজ্য কোটা **Select** করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পোষ্য কোটায় শুধুমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান/সন্তানাদি আবেদন করতে পারবে। কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদপত্র থাকতে হবে। একজন আবেদনকারী এক বা একাধিক কোটায় যোগ্য হলে কোটার পছন্দক্রম নির্ধারণ করে দিতে হবে। কোটার জন্য সংরক্ষিত আসন বিষয়ভিত্তিক বরাদ্দকৃত আসনের অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।
আবেদন ফরমে ছবি সংযোজন	প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণের সময় আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের সম্প্রতি তোলা রঙ্গিন ছবি **Scan** করে আপলোড করতে হবে। ছবির মাপ **120×150 pixels, Image Type: jpg** এবং **maximum file size: 50Kb.** হতে হবে। আবেদনকারীর ছবি ব্যতীত অন্য কোন ছবি প্রাথমিক আবেদন ফরমে আপলোড করা হলে ঐ আবেদনকারীর ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।
আবেদন ফরম চূড়ান্তকরণ	সঠিক তথ্য ও ছবিসহ ছক পূরণ করে **Submit Application** অপশনে ক্লিক করতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীর রোল নম্বর ও পিন প্রদর্শিত হবে এবং আবেদনকারীকে ফরমটি ডাউনলোড করে [**A4 (8.5"×11")** অফসেট সাদা কাগজে] প্রিন্ট (**Print**)/পিডিএফ কপি সংগ্রহ করতে হবে।
আবেদন ফরম বাতিলকরণ/ ত্রুটিপূর্ণ ছবি পরিবর্তন	আবেদনকারীকে তার প্রাথমিক আবেদন ফরমে প্রদর্শিত সকল তথ্য ও ছবি সঠিক আছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নিতে হবে। আবেদন ফরমে তথ্যগত অমিল বা ত্রুটিপূর্ণ ছবি থাকলে তা সংশোধন করতে হবে। আবেদন ফরম সংশোধনের জন্য আবেদনকারীকে **Applicant Login (Master Preli.)** অপশনে গিয়ে আবেদন ফরমের রোল নম্বর ও পিন এন্ট্রি দিতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারী **Form Cancel/Photo Change Option** লিংকে গিয়ে **Click to Generate the Security Key** অপশনটি ক্লিক করলে তার আবেদন ফরমে উল্লিখিত ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে **SMS** এর মাধ্যমে **One Time Password (OTP)** দেয়া হবে। এই OTP এন্ট্রি দিয়ে আবেদনকারী তার আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে আবেদন ফরম পূরণ ও সঠিক ছবি আপলোড করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী শুধুমাত্র একবারই প্রাথমিক আবেদন ফরম বাতিল করার সুযোগ পাবে। কলেজ কর্তৃক প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করা হলে ঐ আবেদনকারী আর ফরম বাতিল করতে পারবে না।
সংশ্লিষ্ট কলেজে প্রাথমিক আবেদন ফরম ও ফি জমা	আবেদনকারীকে প্রিন্ট করা প্রাথমিক আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর করতে হবে। এই আবেদন ফরমের সঙ্গে আবেদনকারীকে স্নাতক (পাস) পরীক্ষার সত্যায়িত নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি, দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত অঙ্গীকারনামার সত্যায়িত কপি ও প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে (কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি) জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কলেজ যে সকল আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করবে সে সকল আবেদনকারীকে **SMS** এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দেয়া হবে। প্রাথমিক আবেদন নিশ্চয়ন ব্যতীত কোন আবেদনকারীর মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে না। কলেজে আবেদন পত্র জমা দেয়ার পরে আবেদনকারী তার মোবাইল ফোনে **SMS** না পেলে বুঝতে হবে যে, তার আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নিশ্চয়ন করা হয়নি। এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট কলেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

৪। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/ভিন্নভাবে সক্ষম (*সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে*) কোটা সম্পর্কিত তথ্য ও সংরক্ষিত আসন

কোটার প্রকৃতি	সংশ্লিষ্ট কলেজে অধিভুক্ত একটি বিষয়ে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি আসন কোটার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। (বিষয়ভিত্তিক আসন বন্টন)	কোটার বিষয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি আসনের শর্তপূরণ সাপেক্ষে একটি কলেজে কোটার আসন সর্বমোট ২৫ (পঁচিশ) টির অধিক হবে না। (কলেজভিত্তিক আসন বন্টন)	কোটায় আবেদন করার শর্ত
মুক্তিযোদ্ধার সন্তান	০৩ টি	১৫ টি	সংশ্লিষ্ট কোটার ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদ পত্র থাকতে হবে।
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	০১ টি	০৭ টি	
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/ভিন্নভাবে সক্ষম	০১ টি	০৩ টি	
মোট	০৫ টি	২৫ টি	

উল্লেখ্য যে, কোটার জন্য সংরক্ষিত আসন বিষয়ভিত্তিক বরাদ্দকৃত আসনের অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

৫। পোষ্য (Ward) কোটায় আবেদন

২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান/সন্তানাদি পোষ্য কোটায় আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারীকে পোষ্যের প্রমাণ পত্রের সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দফতর থেকেও পোষ্য কোটার প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। পোষ্য কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ভর্তি নির্দেশিকার সকল শর্তপূরণ করতে হবে। একটি কলেজে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) জন আবেদনকারী মেধার ভিত্তিতে পোষ্য কোটায় ভর্তি হতে পারবে এবং এ আসন অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হবে ।

৬। মেধা তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি ও বিষয় বন্টন

ক) ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে আবেদনকারী প্রার্থীদের স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি কলেজের জন্য আলাদাভাবে মেধা তালিকা প্রণয়ন করে বিষয় বরাদ্দ দেয়া হবে।

খ) একই কলেজে একই বিষয়ে দুই বা ততোধিক আবেদনকারীর মেধাক্রম সমান হলে সেক্ষেত্রে এ সকল আবেদনকারীর মধ্যে যার বয়স কম হবে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

গ) এ ভর্তি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে মেধা তালিকা, কোটা এবং রিলিজ স্লিপ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

মেধা তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নম্বর বন্টন পদ্ধতি

স্নাতক (পাস) পর্যায়ে সনাতন পদ্ধতিতে নম্বর বন্টন	স্নাতক (পাস) পর্যায়ে গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে নম্বর বন্টন	সর্বমোট নম্বর
$\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বর}}{\text{সর্বমোট নম্বর}} \times ১০০$	$\frac{\text{প্রাপ্ত সিজিপিএ}}{\text{মোট স্কেল}} \times ১০০$	১০০

ঘ) সংশ্লিষ্ট কলেজ User ID, Password ও OTP ব্যবহার করে ভর্তির বিষয়ওয়ারী ফলাফল দেখতে পারবে। আবেদনকারীরা SMS এর মাধ্যমে (nu<space>atmp<space>roll no টাইপ করে 16222 নম্বরে send করতে হবে) অথবা ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে (www.nu.ac.bd/admissions) Applicant Login অপশন থেকে অথবা কলেজ থেকে সরাসরি ফলাফল জানতে পারবে।

৭। মেধা তালিকা/কোটার মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত আবেদনকারীদের চূড়ান্ত ভর্তি সম্পর্কিত করণীয়

ফরম পূরণের ধাপসমূহ	করণীয়
লগইন (Login)	আবেদনকারীকে ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের Masters Tab-এ গিয়ে Applicant login (Masters Preli.) অপশনে ক্লিক করে সঠিক রোল নম্বর ও পিন এন্ট্রি দিয়ে Login করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর নাম, বরাদ্দকৃত বিষয়, সংশ্লিষ্ট কলেজের নাম ও অন্যান্য তথ্যসহ চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে।
বিষয় পরিবর্তনের আবেদন আবেদন ফরমের প্রিন্ট সংশ্লিষ্ট কলেজে চূড়ান্ত ভর্তি ফরম ও রেজিস্ট্রেশন ফি জমা	মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত কোন আবেদনকারী তার বিষয় পরিবর্তন করতে চাইলে আবেদন ফরমে বিষয় পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ঘরে Yes অপশন সিলেক্ট করতে হবে। তবে কোটা ও রিলিজ স্লিপের মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত আবেদনকারীদের বিষয় পরিবর্তনের কোন সুযোগ থাকবে না। এ পর্যায়ে ভর্তির আবেদন ফরমটির Submit Application অপশনে ক্লিক করলে ভর্তির চূড়ান্ত আবেদন ফরম website-এ প্রদর্শিত হবে। ফরমটির দুই কপি A4 (8.5"×11") অফসেট কাগজে প্রিন্ট নিতে হবে। পরবর্তীতে রোল নম্বর ও পিন কোড দিয়ে একাধিকবার ফরমটি প্রিন্ট নেয়া যাবে। আবেদনকারীকে প্রিন্ট করা চূড়ান্ত ভর্তি ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর করতে হবে। চূড়ান্ত আবেদন ফরমের সঙ্গে আবেদনকারীর স্নাতক (পাস) পরীক্ষার সত্যায়িত নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি, দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত অঙ্গীকারনামার সত্যায়িত কপি ও রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১,৬২০ (এক হাজার ছয়শত বিশ) সংশ্লিষ্ট কলেজে (কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরমের একটি কপি অধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক তারিখসহ স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে শিক্ষার্থীকে ফেরত দিবেন।
বিষয় পরিবর্তনের ফলাফল ও করণীয়	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের বিষয় পছন্দক্রম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কলেজে বিষয়ভিত্তিক শূন্য আসনে মেধাক্রম অনুযায়ী বিষয় পরিবর্তনের ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং ভর্তি সংশ্লিষ্ট website/SMS এর মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয়া হবে। শিক্ষার্থীর বিষয় পরিবর্তন হলে ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে বিষয় পরিবর্তনের ফরম সংগ্রহ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, কোন শিক্ষার্থীর বিষয় পরিবর্তন হলে তার পূর্বের বিষয়ের ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং পরিবর্তীত বিষয়ে তার ভর্তি নিশ্চিত হবে। তবে কোন শিক্ষার্থীর বিষয় পরিবর্তন না হলে তার পূর্বের বিষয়ে ভর্তি বহাল থাকবে। ► বিষয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কোন ফি প্রদান করতে হবে না।
কোটার ফলাফল	রিলিজ স্লিপে আবেদন ফরম পূরণের পূর্বে কোটার মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। যে সকল শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে ভর্তি হয়েছে এবং একই সঙ্গে কোটায় নতুন বিষয় বরাদ্দ পেয়েছে সে সকল শিক্ষার্থী কোটায় বরাদ্দকৃত বিষয়ে ভর্তি হতে চাইলে তাদের পূর্বের ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৮। রিলিজ স্লিপে আবেদন ফরম পূরণ

যে সকল আবেদনকারী মেধা তালিকায় স্থান পাবে না, ভর্তি বাতিল করবে অথবা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েও বরাদ্দকৃত বিষয়ে ভর্তি হবে না, সে সকল আবেদনকারী বিষয়ভিত্তিক শূন্য আসন সাপেক্ষে তিনটি কলেজে আলাদাভাবে বিষয় পছন্দক্রম নির্ধারণ করে রিলিজ স্লিপের জন্য আবেদন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট কলেজ যে সকল আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন নিশ্চয়ন করবে না, সে সকল আবেদনকারী রিলিজ স্লিপে আবেদন করতে পারবে না।

রিলিজ স্লিপে আবেদনের ধাপসমূহ	করণীয়
লগইন (Login)	আবেদনকারীকে ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের Masters Tab-এ গিয়ে Applicant Login (Masters Preli.) অপশনে ক্লিক করে আবেদন ফরমের রোল নম্বর ও পিন এন্ট্রি দিতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর নাম ও অন্যান্য তথ্যসহ রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে।
কলেজ ও বিষয় পছন্দক্রম নির্ধারণ	রিলিজ স্লিপে আবেদনের জন্য College Selection Option এ গিয়ে আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী কলেজ Select করলে ঐ কলেজের বিষয়ভিত্তিক শূন্য আসনের তালিকা ও তার Eligible বিষয়ের তালিকা দেখতে পাবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারী তার Eligible বিষয়ের তালিকা থেকে নতুন করে পছন্দক্রম নির্ধারণ করে এন্ট্রি দিবে। এভাবে একজন আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী মোট তিনটি কলেজে পর্যায়ক্রমে বিষয় পছন্দক্রম নির্ধারণ করে রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম পূরণ করবে।
রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম চূড়ান্তকরণ	সঠিক তথ্যসহকারে ফরম পূরণ করে Submit Application অপশনে ক্লিক করলে আবেদনকারীর নাম, প্রাথমিক আবেদনের রোল নম্বর, কলেজের নাম ও বিষয় পছন্দক্রমসহ একটি নতুন আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে দেখতে পাবে। উক্ত ফরমটি Download করে A4 (8.5"×11") অফসেট সাদা কাগজে প্রিন্ট/pdf কপি সংগ্রহ করতে হবে তবে এটি আবেদন ফরমে উল্লিখিত কলেজসমূহে জমা দিতে হবে না বা কোন ফি প্রদান করতে হবে না ।
রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম বাতিলকরণ	রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম চূড়ান্তকরণের পরেও কোন আবেদনকারী তার আবেদন ফরমে কলেজ/বিষয়ের পছন্দক্রম সংশোধন বা পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হলে তাকে Applicant Login (Master's Preli.) অপশনে গিয়ে প্রাথমিক আবেদন ফরমের রোল নম্বর ও পিন এন্ট্রি দিতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারী Cancel Release Slip অপশনে গিয়ে Click to Generate the Security key ক্লিক করলে তার আবেদন ফরমে উল্লিখিত ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে SMS এর মাধ্যমে One Time Password (OTP) দেয়া হবে। এই OTP এন্ট্রি দিয়ে আবেদনকারী তার আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবে। আবেদনকারী এ সুযোগ কেবল একবারই পাবে।
রিলিজ স্লিপের ফলাফল ভর্তি ফরম সংগ্রহ ও ভর্তি	রিলিজ স্লিপের ফলাফল নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করা হবে। রিলিজ স্লিপের মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিষয় পরিবর্তনের কোন সুযোগ থাকবে না। আবেদনকারী রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে তার নির্বাচিত কলেজে বিষয় বরাদ্দ পেলে ওয়েবসাইটের Applicant's Login (Masters Preli.) অপশনে গিয়ে চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ করবে এবং এর প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করবে। এই আবেদন ফরমের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে স্নাতক (পাস) পরীক্ষার সত্যায়িত নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি ও রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১,৬২০ (এক হাজার ছয়শত বিশ) টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজে (কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অথবা

	সরাসরি) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। রিলিজ স্লিপে চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরমের একটি কপি সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক তারিখসহ স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে শিক্ষার্থীকে ফেরত দিবেন।

৯। ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফিসের হার

ক) প্রাথমিক আবেদন ফি

i) আবেদনকারী প্রতি প্রাথমিক আবেদন ফি:	= ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ৮০০/-(আটশত) টাকা ও কলেজের অংশ ২০০/-(দুইশত) টাকা]

খ) রেজিস্ট্রেশন ফি

i) শিক্ষার্থী প্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি	= ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা
ii) শিক্ষার্থী প্রতি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ফি	= ১০০/- (একশত) টাকা
iii) শিক্ষার্থী প্রতি বিএনসিসি ফি	= ১০/- (দশ) টাকা
iv) শিক্ষার্থী প্রতি রোভার স্কাউট ফি	= ১০/- (দশ) টাকা
	মোট = ১,৬২০ (এক হাজার ছয়শত বিশ) টাকা
v) শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তি বাতিল ফি	= ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা
vi) শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তি পুন:বহাল ফি	= ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা

১০। কলেজ কর্তৃপক্ষের করণীয় ধাপসমূহ

ধাপসমূহ	করণীয়
সংশ্লিষ্ট কলেজের User ID, Password ও One Time Password (OTP) সংগ্রহ	সংশ্লিষ্ট কলেজকে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের **College (Postgraduate) Login** অপশনে গিয়ে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত **User ID** ও **Password** এন্ট্রি দিতে হবে। প্রাথমিক আবেদন ফরম/চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়নের সময় **Click to Generate the Security key** অপশনে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে **SMS** ও কলেজ ই-মেইল এর মাধ্যমে **One Time Password (OTP)** দেয়া হবে। এই **OTP** ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট কলেজ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক আবেদন ফরম/চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়ন করতে পারবে। এ লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ভর্তি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই জন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল এ্যাড্রেস ডিন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
ভর্তির প্রাথমিক আবেদন ফি সংগ্রহ	সংশ্লিষ্ট কলেজ তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা গ্রহণ করবেন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে আবেদনকারীদের নির্দেশনা প্রদান করবেন। কলেজ কর্তৃক কোন আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করা না হলে ঐ আবেদনকারীর মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে না।
আবেদন ফরমে সঠিক তথ্য ও ছবি যাচাই	কলেজ কর্তৃপক্ষকে আবেদন ফরমে প্রদর্শিত আবেদনকারীর সঠিক তথ্য ও ছবি যাচাই করে অনলাইনে আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করতে হবে অন্যথায় ত্রুটিপূর্ণ ছবি ও ভুল তথ্যের কারণে শিক্ষার্থীর ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রাথমিক/চূড়ান্ত ভর্তি ফরমে আবেদনকারীর ছবি ব্যতীত অন্য কোন ছবি প্রদর্শিত হলে, সংশ্লিষ্ট কলেজকে আবেদন ফরমটি নিশ্চয়ন না করে বিষয়টি ডিন দপ্তর (স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র) বরাবর লিখিতভাবে জানাতে হবে।
প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম অনলাইনে এন্ট্রি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি কলেজকে সকল আবেদনকারীর প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম অনলাইনে এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে কলেজকে **College (Postgraduate) Login** অপশনে গিয়ে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত **User ID** ও **Password** এন্ট্রি দিতে হবে এবং **Applicant's/Admission Approval (Preli.)** অপশনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম অনলাইনে এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে। কলেজ কর্তৃক কোন প্রাথমিক/চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করা না হলে ঐ আবেদনকারী ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। প্রতিটি কলেজ নিশ্চয়নকৃত আবেদনকারীদের তালিকা ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পারবে। যে সকল আবেদনকারী মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে ভর্তি হয়েছে এবং একই সঙ্গে কোটায় নতুন বিষয় বরাদ্দ পেয়েছে সে সকল আবেদনকারী কোটায় বরাদ্দকৃত বিষয়ে ভর্তি হতে চাইলে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক অবশ্যই কোটার ভর্তি অনলাইনে নিশ্চয়ন করতে হবে।
প্রাথমিক আবেদন 'ফি'র নির্ধারিত অংশ "সোনালী ব্যাংক" এর মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ	কলেজ কর্তৃক আবেদনকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ [আবেদনকারী প্রতি ৮০০/- (আটশত) টাকা হারে] সংশ্লিষ্ট খাতে (ভর্তি ফান্ড) যে কোন সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজকে **Login** এর মাধ্যমে **Application Payment Info (Preli.)** অপশনে ক্লিক করে **Pay Slip** ডাউনলোড করতে হবে। উক্ত **Pay Slip** এ ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে প্রাথমিক আবেদন (ভর্তি ফান্ড) ফি'র সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- **0218100003245** উল্লেখপূর্বক মোট টাকার অংক লেখা থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট কলেজকে এর প্রিন্ট কপি নিয়ে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় ফি জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।

১১। চূড়ান্ত ভর্তির বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের করণীয়

ধাপসমূহ	করণীয়
ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই	সংশ্লিষ্ট কলেজকে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফরমে প্রদর্শিত স্নাতক (পাস) পরীক্ষার রোল, প্রাপ্ত সিজিপিএ/নম্বর ও জন্ম তারিখ তাদের দাখিলকৃত নম্বরপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। বিশেষ কোটায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদপত্র সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। কোন আবেদনকারীর আবেদন ফরমে তথ্যগত অসংগতি বা ত্রুটিপূর্ণ ছবি পরিলক্ষিত হলে ঐ আবেদনকারীর ভর্তি নিশ্চয়ন না করে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বিষয়টি ডিন দপ্তর (স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র) বরাবর লিখিতভাবে অথবা ই-মেইল এর মাধ্যমে জানাতে হবে।
চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়ন	সংশ্লিষ্ট কলেজকে মেধা তালিকা, রিলিজ স্লিপ ও কোটায় স্থানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিষয়ে ভর্তি নিশ্চয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে। কলেজ কর্তৃক কোন আবেদনকারীর চূড়ান্ত ভর্তি অনলাইনে নিশ্চয়ন করা না হলে ঐ শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড ইস্যু করা হবে না।
রেজিস্ট্রেশন ফি'র নির্ধারিত অংশ	কলেজ আবেদনকারীদের চূড়ান্ত ভর্তি ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত অংশ [শিক্ষার্থী প্রতি ১,৬২০ (এক হাজার ছয়শত বিশ) টাকা হারে] সংশ্লিষ্ট খাতে যে কোন সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে। এ লক্ষ্যে

"সোনালী ব্যাংক" এর মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট কলেজকে Login এর মাধ্যমে **Admission Payment Info (Masters Preli.)** অপশনে ক্লিক করে **Pay Slip** ডাউনলোড করতে হবে। **Pay Slip** এ ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) "রেজিস্ট্রেশন ফি" খাতের সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- **0218100000134** উল্লেখপূর্বক মোট টাকার অংক লেখা থাকবে এবং কলেজকে এর প্রিন্ট কপি নিয়ে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় ফি জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।

২৯.০১.২০২৪

(প্রফেসর ড. ফকির রফিকুল আলম)
ডিন (ভারপ্রাপ্ত)
স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ফোন : ০২-৯৯৬৬৯১৫৭৪
ই-মেইল- **adm.masf@nu.ac.bd**

© *কপি-রাইট: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বাজার, গাজীপুর-১৭০৪।*